অনলশিখায়

কি করিনু

খেলা

অনলশিখায়
কি করিনু
খেলা

দেবদাস ভট্টাচার্য্য

তাম্রলিপি

অনলশিখায় কি করিনু খেলা
দেবদাস ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৭১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
চারু পিন্টু

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
২৮/১, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ৩৪০.০০

Onolshikhay ki korinu khela
By : Debdash Bhottacharya
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 340.00 $11

ISBN : 978-984-98662-3-7

উৎসর্গ

চট্টগ্রামের রিকি
দিনাজপুরের প্রীতি
পাবনার তন্দ্রা – ভালো থেকো

ভূমিকা

একটি বই প্রকাশের আনন্দকে সন্তান জন্মদানের আনন্দের সাথে বোধহয় কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে। লেখকের সুক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ছড়িয়ে থাকে লেখার মাঝে। সেখানে আনন্দ থাকে, কষ্ট থাকে। দুঃখ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই থাকে।

এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার সে রকমই মনে হয়েছে। চাকরি জীবনে অনেক আনন্দ বেদনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মানুষের বোকামী, মানুষের সরলতা, উদারতা, মানুষের চতুরতা, হিংস্রতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা অর্থাৎ মানব চরিত্রকে অনেক ভঙ্গিতে আমার দেখা হয়ে গেছে। এটাকে সৌভাগ্য না বলে দুর্ভাগ্য বললেই সঠিক হবে হয়ত।

মাঝে মাঝে মনে হয় সেসব অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখি। তাহলে মানুষ জানবে, সচেতন হবে। ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে। কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমাকে নীরবে কষ্ট দেয়। এ গল্পের কাহিনি সেরকমই।

চাকরি জনিত ব্যস্ততা, মানসিক চাপ ইত্যাদি নানা কারণে লেখা হয়ে উঠেনি অনেকদিন। 'তারা ভালোবেসেছিল' বইটি প্রকাশের পর থেকে আর বই আকারে কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। তাম্রলিপির প্রকাশক এ কে এম তারিকুল ইসলাম আমার এ দীর্ঘ নীরবতা ভাঙ্গার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমার সাথে দেখা করে তিনি বই প্রকাশের আগ্রহ জানিয়েছিলেন। তার আগ্রহের কারণেই আবার লিখতে বসা। সে সাথে তাম্রলিপির এস এম নাজনীন মোনালিসা আমাকে প্রতিনিয়ত লেখার তাগিদ দিয়ে এবং যোগাযোগ রক্ষা করে বইটি প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তাদের দু'জনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের আন্তরিকতা ছাড়া বইটি বের করা অসম্ভব ছিল।

যেকোনো লিখার স্বার্থকতা হচ্ছে পাঠকপ্রিয়তায়। আশা করছি আগ্রহী পাঠকগণ বইটি সংগ্রহ করবেন, পড়বেন এবং তাদের মতামত জানাবেন।

তাদের প্রতি আমার অগ্রিম শুভেচ্ছা।

প্রতিটি মানুষ ভালো থাকুক। ভালো থাকুক সমাজ এবং সংসার।

এক

আমগাছের ছায়ায় গোলাকৃতির একটি বৈঠকখানা। উপরে টিনের চাল। তিন ফুট উঁচু দেয়ালের সাথে বসার জন্য সিমেন্টের গোলাকৃতির বেঞ্চ। এর উপরের অংশ খোলা। আলো-বাতাসের অকৃপণ ছড়াছড়ি। নবমী রানী স্বামী ললিত রায়কে নিয়ে সকাল থেকেই এখানে এসে বসে আছে।

গাছের ডালে পাখিদের কিচিরমিচির। এখান থেকে ওখানে উড়ে যাচ্ছে, আবার ডালে এসে বসছে। নবমী রানী চুপচাপ বসে পাখিদের উড়ে বেড়ানো, তাদের আনন্দময় ভেসে বেড়ানো দেখে। পাখিদের ভাষায় নিজেদের কথোপকথন শুনে আর ভাবে, কী নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনার জীবনই না ওদের! অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, মান-সম্মান, প্রেম, পরিণয় কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা নেই ওদের। ওদের জন্য আইন নেই, আদালত নেই, বিচার নেই, পুলিশ, মাতবর কিছুই নেই। একটা সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে মিলেমিশে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি তারা জীবনকে উপভোগ করে।

নবমী রানী ভাবে, আহা! মানুষ না হয়ে যদি পাখি হতাম! ঈশ্বরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে, ভগবান আবার যদি জন্ম দেও, তাহলে আর মানুষ করে দিয়ো না। এ রকম একটা পাখি করে পাঠিয়ে দিয়ো। যে কয়দিন বাঁচি, ভরপুর আনন্দে জীবন কাটিয়ে একদিন টুপ করে মরে পড়ে থাকব। তারপর পোকামাকড়ের খাবার হিসেবে দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে যাব। কাউকে কোনো কষ্ট দিব না, নিজেও কষ্ট পাব না।

প্রাচীর ঘেরা অনেকটা জায়গা জুড়ে থানা কম্পাউন্ড। নবমী রানী এর আগে কখনো থানার ভেতরে ঢোকেনি। আজ একান্ত নিরুপায় হয়ে বোকা স্বামীকে নিয়ে সাহস করে থানায় চলে এসেছে।

থানা কম্পাউন্ডের ভেতরে ঢুকে থানা ভবনের সিঁড়ির মুখে আসতেই অস্ত্রধারী এক মধ্যবয়সী পুলিশের সাথে দেখা। পুলিশের ভাষায় তাকে 'সেন্ট্রি' বলে। হাত দিয়ে পথ আটকাল। তার মানে বিনা বাক্যব্যায়ে, প্রয়োজনের কথা না জানিয়ে থানা ভবনের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না। নিরাপত্তার স্বার্থেই এটি অপরিহার্য।

কার কাছে আসছেন? মধ্যবয়সী সশস্ত্র পুলিশের মর্মভেদী প্রশ্ন। এক জোড়া নারী-পুরুষকে দেখে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, থানায় আসার সম্ভাব্য কারণ অনুমান করার চেষ্টা করছে।

ওসি স্যারের কাছে। নবমী রানী উত্তর দেয়। ললিত রায় বউয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

স্যার তো এখনো অফিসে আসেননি।

কখন আসবেন? নবমী রানীর কণ্ঠে হতাশা।

আসবেন আরো কিছু সময় পরে। কী সমস্যা আপনার? সেন্ট্রি জানতে চায়।

নবমী রানী ভাবে, সমস্যার কথা একে বলে তো কোনো লাভ নেই। এসেই যখন পড়েছে তবে ওসি স্যারের কাছেই বলবে।

নবনী রানী বলে, ভাই ওসি স্যারকেই বলব। আমরা না হয় একটু অপেক্ষা করি। নবমী রানী আশেপাশে বসার কোনো জায়গা আছে কি না তাকিয়ে খুঁজতে থাকে।

সেন্ট্রি বলে, ডিউটি স্যারের সাথেও দেখা করতে পারেন বেশি সমস্যা হলে।

কিন্তু ডিউটি স্যারটি কে, সেটি নবমী জানে না। তাকে এলাকার লোকজন পরামর্শ দিয়েছে সরাসরি থানার ওসির কাছে গিয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য। সেন্ট্রি লোকটিকে দেখে ভালোই মনে হয়েছে তাদের। সাহায্য করার মানসিকতা আছে। লোকটি আন্তরিক। কিন্তু তার কথায় সায় দিতে পারে না। বলে, ভাই, আমরা ওসি স্যারকেই বলতে চাই। কত সময় পরে আসলে স্যারকে পাব?

সেন্ট্রি আন্তরিকতার সাথে তাদের গোলঘরটি দেখিয়ে দেয়। বলে, ওই গোলঘরেও বসতে পারেন। স্যার এলে দেখা করবেন। তবে আরো ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে এখানে এই গোলঘরে সেই থেকে বসে আছে। এর মাঝে আরো কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছে গোলঘর নামে খ্যাত থানার এ বৈঠকখানায়। বোঝা যাচ্ছে, এদের মাঝে কেউ কেউ থানার সাথে পূর্বপরিচিত। তাদের মাঝে জড়তা নেই।

নবমী রানী চুপচাপ বসে গোলঘরে অপেক্ষা করতে থাকা লোকজনকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। চুপচাপ বসে থেকে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করা অলস সময় কাটানোর জন্য এক চমৎকার পদ্ধতি।

মানুষের যে কত সমস্যা! এক লোক এসেছে, ছেলের চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিল একজনকে। চাকরি হয়নি, টাকাও দিচ্ছে না। উল্টো ধমক দিচ্ছে। ঋণ করে টাকা এনেছিল। যার কাছ থেকে ঋণ করেছিল, সেই লোকও টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে। লোকটি পড়েছে মহাবিপদে। লোভে পড়ে দুই দিক খুইয়েছে।

এত লোভ মানুষের! চাকরির জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ চাকরি পেয়ে গেলেই খরচ করা অর্থ আদায় করার সুযোগ তৈরি হবে। মানুষের মাঝে যদি এমন মানসিকতা থাকে, নীতিবোধ যদি না থাকে, তাহলে সমাজ ভালো হবে কীভাবে!

মানুষের এ রকম লোভের, অনৈতিক প্রতিযোগিতার সুযোগে কিছু দালাল, বাটপার তৈরি হয়। চোরের ওপর বাটপারি করার জন্য তারা বিভিন্ন ফাঁদ তৈরি করে। ওই সব লোভী মানুষদের সাথে প্রতারণা করাই ওদের পেশা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ আদান-প্রদানের কোনো দলিল বা প্রমাণ থাকে না। কারণ যে টাকা দিচ্ছে, সে জানে যে কাজটি অবৈধ। প্রমাণ রাখলে নিজেই বিপদে পড়তে পারে। প্রতারকরা সে সুযোগটিরই উপযুক্ত ব্যবহার করে।

তবু লোকটির জন্য মায়া হয় নবমীর। সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাবা-মা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। যেকোনো উপায়ে সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারলেই তৃপ্তি। সন্তানের সুখের মাঝেই প্রতিটি বাবা-মা নিজের সুখ খোঁজেন। এজন্য পরিবেশের প্রভাবে অনৈতিক কোনো সিদ্ধান্ত নিতেও তারা কখনো কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এ লোকটি ঠিক এ কারণেই ঝুঁকি নিয়ে ঋণ করে টাকা দিয়েছিল দালালকে। আজ আম-ছালা হারিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে।

অন্য সময় হলে নবমী রানী কথা বলত লোকটির সাথে। হয়তো সান্ত্বনা বা সাহস জোগাত। কিন্তু আজ তার মন ভালো নেই। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে চুপচাপ বসে তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা শোনে।

এক মহিলা এসেছে, স্বামীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা করার জন্য। নেশাখোর স্বামী নেশা করে সব টাকাপয়সা নষ্ট করে ফেলেছে। এখন তাকে মারধর করে টাকার জন্য। সহ্য করতে না পেরে মামলা করতে এসেছে। তবে মহিলাটি বেশ মুখরা। জড়তা নেই। ফোনে কথা বলছে একজনের সাথে। অপর প্রান্তের কথা শোনা যাচ্ছে না। মহিলা বলছে, ভাই, ওর সাথে আর সংসার করা হইব না আমার। চেষ্টা তো কম করি নাই। মদ গাঁজা খাইয়া সব টাকা উড়াইয়া দেয়, আবার মাইরধরও করে। এত যন্ত্রণা সহ্য হয় না আর।

ও প্রান্ত থেকে কেউ তাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মহিলার যুক্তি আরো প্রখর। বলে, ওই সময়ও তো বাপের বাড়ি চইলা গেছিলাম। আপনারা বইসা সালিশ করলেন। লাভ কিছু হইছে? না ওর নেশা কমাইছে, না মাইরধর কমাইছে। আমার পেটের বাচ্চা নষ্ট করছে। আমার বাপে যে সোনা দিছিল, বিয়ার সময়, হেইগুলি বেইচ্যা নেশা করছে। নেশা কইরা বাড়িতে আইয়া কোন কারণে রাগ উঠলে আমারে গরুর মতো পিটায়। আমি আর কত সহ্য করমু, কন, ভাইজান?

ও প্রান্ত থেকে তবু বোধ হয় মহিলাকে বোঝানোর চেষ্টা চলে।

মহিলা বলে চলে, ভাই, আমার জীবন ওর সাথে আর চলব না। আমি বুইঝা ফালাইছি। ওর সাথে থাকলে নিশ্চিত আমারে কোনোদিন মাইরা ফালাইব। এর মাঝে মনে হয় অন্য কোনো মেয়েলোকের লগে সম্পর্কও করছে। বিয়া করব মনে লয়। হের মতিগতি দেইখ্যা মনে হয়। আমারে কিছু কয় নাই এখনো। তো হে বিয়া করুক না যা ছাই করুক, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। ওর লগে আমি আর ঘর করুম না। আমি কয়টা দিন ওরে জেলের ভাত খাওয়াইতে চাই। মাইনষে জানুক বউরে অত্যাচার করার লাইগ্যা জেলে গেছিল।

নবমী বসে বসে মহিলার কথা শুনে। মায়া হয় মহিলার জন্য, আবার তার সাহসের জন্য প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয়। এ রকম সাহস না থাকলে দুশ্চরিত্র পুরুষকে ঠিক করা অনেক কঠিন। এমন ইতর লোকের সাথে সংসার করার চাইতে একলা থাকাই ভালো।

কিন্তু নারীর একাকী জীবন তো আরো বিপজ্জনক। শকুনের দৃষ্টি পড়ে। সমাজটা কি অসভ্য পুরুষ মানুষে ভর্তি! সহজলভ্য মনে হয় একাকী নারী, বিশেষ করে স্বামীহীন নারীকে। অসহায় এ রকম নারীরা পুরুষের লালসার অথবা প্রতারণার শিকার হয়। কখনো কখনো জীবন দিয়ে নারী জীবনের দায় মিটাতে হয়।

পর মুহূর্তেই ললিত, মানে তার স্বামীর কথা মনে হয়। এমন পুরুষও তো আছে সমাজে। কারো সাতে-পাঁচে নাই। মদ-গাঁজার অভ্যাস নাই, বউ পিটানোর স্বভাব নাই। মাইয়া লোক দেখলেই চুক চুক করে না। নির্বিবাদী, নিরীহ মানুষ।

ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে নবমী, এমন একটি স্বামী জোটানোর জন্য। সহজ, সরল, অনেকটা বোকা ধরনের। দুষ্ট, অতিরিক্ত চালাক হবার চেয়ে বোকা হওয়া অনেক ভালো। সংসারে স্বামীকে নিয়ে

কোনো ঝামেলায় ভুগতে হয়নি তার। কিন্তু আজ কোন পাপে এমন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে, কে জানে!

এটাই বোধ হয় জীবন! একদিক ভালো থাকে তো অন্যদিকে অপূর্ণতা, যন্ত্রণায় ভুগতে হয়।

এসব কিছু ভাবতে ভাবতে, থানা প্রাঙ্গণে একটি সকালের পরিবেশ দেখতে দেখতে নবমী আর ললিত সময় পার করতে থাকে।

এভাবে কেটে যায় প্রায় দুই ঘণ্টা।

দুই

একসময় থানা প্রাঙ্গণে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওসি থানায় তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করেছেন। বিচারপ্রার্থী যারা গোলঘরে বসেছিল, তারা নড়েচড়ে বসে। নিশ্চয়ই এখন তাদের ডাক পড়বে। আধঘণ্টা পার হয় কিন্তু এখনো কারো ডাক পড়েনি। নবমী রানী উঠে ওসির কক্ষের দিকে এগোতে থাকে। তার দেখাদেখি অন্যরাও এগোতে থাকে।

ভাই, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। স্যারের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা যদি কইরা দিতেন। নবমী সেন্ট্রি কনস্টেবলের কাছে গিয়ে বলে।

এর মাঝে সেন্ট্রি বদল হয়েছে। নতুন যে এসে দায়িত্ব নিয়েছে, সে অল্পবয়সী। দুই ঘণ্টা পর পর সেন্ট্রি বদলানোর নিয়ম পুলিশে। অস্ত্র হাতে নিয়ে সচেতনভাবে এর চাইতে বেশি সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই এ নিয়ম। আগে যে ছিল সে নবমী আর ললিতকে দেখেছে। কিন্তু এখন যে ছেলেটি এসেছে, তাকে কি তবে আবার নতুন করে বর্ণনা দিতে হবে! নবমী একটু অপ্রস্তুত হয় নতুন ছেলেটিকে দেখে।

কার কাছে যাবেন? সেন্ট্রি কনস্টেবল জানতে চায়।

সবাই একসাথে বলে, ওসি স্যারের কাছে আসছিলাম। নবমী বলে, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি। আপনার আগে যে ভাই ছিল, বড় আন্তরিক, উনি জানে আমাদের কথা। উনিই আমাদেরকে ওই ঘরে বসতে কইছিল। ভাই, একটু স্যারকে বলেন।

সেন্ট্রি কনস্টেবল সবাইকে এক নজর দেখে নেয়। বলে, ঠিক আছে, দাঁড়ান এখানে। আমি স্যারের কাছ থেকে জেনে আসি।

অস্ত্রটি কাঁধে চড়িয়ে ভেতরে চলে যায় অল্পবয়সী ছেলেটি। বিচারপ্রার্থী সবাই বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে। কিছু সময় পর অস্ত্রটি একইভাবে কাঁধে চড়িয়ে এসে বলে, আসেন।

ছেলেটি ওসির কক্ষ দেখিয়ে দেয়। সবাই কক্ষে প্রবেশ করে।

বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের কোটায় এক স্মার্ট পুলিশ অফিসার চেয়ারে বসে ফাইলে কাগজপত্র দেখছেন। পাশে দাঁড়ানো এক কনস্টেবল। বোধ হয়

সে-ই কাগজপত্রগুলো ওসির কাছে নিয়ে এসেছে। কক্ষটি খুব বেশি বড় নয়। ওসির টেবিলের সামনে বেশ কয়েকটি চেয়ার। পাশেও কিছু চেয়ার। কেউ চেয়ারে বসে না। সবাই এসেছে নানা সমস্যা নিয়ে পুলিশি সাহায্যের জন্য। চেয়ারে বসা যদি বেয়াদবি হয়, যদি এ অপরাধে সাহায্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়, বোধ হয় সে আশঙ্কাতেই কেউ চেয়ারে বসতে সাহস পায় না।

একসাথে বেশ কয়েকজন লোক কক্ষে প্রবেশ করায় অফিসার মুখ তুলে তাকালেন সকল আগন্তুকের দিকে।

নবমী রানী এর আগে কখনো থানায় আসেনি। থানা-পুলিশ এসবে তার চিরকালের ভয়। কিন্তু আজ তাকে আসতেই হয়েছে। গ্রামের পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে পরামর্শ দিয়েছে থানায় আসার জন্য। কেউ কেউ ওসি সম্পর্কে বেশ প্রশংসাও করেছে। বলেছে, বর্তমান ওসি আজিম উদ্দিন খুব ভালো অফিসার। মানুষের কথা শোনেন। ন্যায়বিচার দেয়ার চেষ্টা করেন। তাদের কথায় নবমী রানী সাহস এবং ভরসা দুটোই পেয়ে থানায় চলে এসেছে।

ভালো আছেন সবাই? আজিম উদ্দিন নরম স্বরে জানতে চান।

ভালো থাকলে কেউ থানায় আসে স্যার? স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে আসা মহিলার ত্বরিত জবাব।

ওসি একটু দমে যান। একটু লজ্জাও পান। প্রশ্নটা করা তার উচিত হয়নি। কেউ ভালো থাকলে পুলিশ অথবা ডাক্তারের কাছে যাবে কেন? তবু সৌজন্যবশত আলোচনা শুরু করার জন্য প্রশ্নটি করেছিলেন। পরিবেশকে স্বাভাবিক করার জন্য হেসে বলেন, ঠিকই বলেছেন। পুলিশ আর ডাক্তারের কাছে তো মানুষ বিপদে না পড়লে আসে না। বসেন আপনারা। আমি কাগজগুলো একটু দেখে নিই। ওসি আবার তার সামনে রাখা কাগজপত্রগুলোর দিকে মনোযোগী হন।

উপস্থিত সবাই একটু অবাক হয়, আবার স্বস্তিও বোধ করে। থানার ওসি তার সামনে তাদেরকে বসার অনুরোধ করছেন, সেটি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার অতীত। ওসির আন্তরিকতায় তারা অভিভূত, কিন্তু বসতে ইতস্তত বোধ করে। কেউ কেউ সাহস করে চেয়ারে বসে। নবমী ও ললিত দাঁড়িয়েই থাকে। দাঁড়িয়ে থাকতে তাদের অভ্যাস আছে।

ফাইলে থাকা কাগজপত্র দেখা শেষ হলে পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবল সেগুলো নিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়। ওসি এবার আগন্তুকদের প্রতি মনোযোগী হন। বলেন, থানায় আসার জন্য কাউকে টাকা দিতে হয়নি তো?

সবাই সমস্বরে বলে, না স্যার।

আজিম উদ্দিন খুশি হন। বলেন, থানায় কিন্তু দালালদের ঢোকা নিষেধ করেছি আমি। কেউ টাকা চাইলে বা কোনো রকম প্রলোভন দিলে আমাকে সরাসরি ফোন করে জানাবেন। এবার বলেন, কার কী সমস্যা?

যে নারী প্রথম কথা বলেছিল, সে-ই আবার কথা বলে। স্যার, আর সহ্য করতে না পাইরা থানায় আইছি। আমার স্বামী একটা গাঁজাখোর, মদখোর। নেশার টাকার জন্য, তুচ্ছ কারণে আমাকে মাইরধর করে। বাপের বাড়ি যাইয়া টাকা আইন্যা দিতে কয়। গত মঙ্গলবার কাজ শেষে বাড়ি আইস্যা তুচ্ছ ঘটনা নিয়া আমার লগে ঝগড়া লাগছে। আমারে হেইদিন খুনই কইরা ফালাইত। আমি দৌড়াইয়া পাশের বাড়িতে গিয়া না লুকাইলে আমি আইজ কবরে শুইয়া থাকতাম। আমি মামলা করমু স্যার। ওর একটা উচিত শাস্তি চাই আমি।

কিন্তু মামলা করলে তো সংসারটা ভেঙে যাবে। কয় বছর হলো আপনার বিয়ের? ছেলেমেয়ে আছে? ওসি আজিম উদ্দিন জানতে চান।

আমার কপালটাই তো স্যার ভাইঙা গেছে। সংসার কেমন কইরা টিকব আর! বিয়ে হইছে তিন বছর হইল। একটা বাচ্চা পেটে আইছিল। আমারে নির্যাতন কইরা বাচ্চাটা নষ্ট করছে। তবু সহ্য কইরা গেছি। এতদিন তো চেষ্টা করলাম দাঁতে দাঁত চাইপ্পা সংসার করনের লাইগ্যা। বিয়ের পর আবার বাপের ঘরে গিয়ে উঠবার যে কি যন্ত্রণা, সেইটা কি আমি বুঝি না! কিন্তু আমি তো আর পারতেছি না স্যার। আমারে যে কোনোদিন খুন কইরা ফালাইব ওর সংসারে থাকলে।

আচ্ছা, আপনি একটা দরখাস্ত লিখেন। আমি বিট অফিসারকে পাঠাচ্ছি। ও গিয়ে দেখুক। যদি কোনো সমাধান করা না যায় তাহলে মামলা করে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব।

স্যার, কোনো কাজ হইব না। ওর অত্যাচারে কিছুদিন বাপের বাড়ি ছিলাম। এলাকার লোকজন, ওর আত্মীয়স্বজন গিয়া আমারে লইয়া আইল। এক মাস ভালো ছিল। আবার হেই অত্যাচার। মদখোরের কি কোনো নীতি থাকে স্যার। নেশা কইরা অমানুষ হইয়া যায়। মহিলাটি মানসিক যন্ত্রণায় কাঁদে। আঁচলে চোখ মোছে।

ওসি সান্ত্বনা দেন। বলেন, এই মদ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করছি। যারা নেশার ব্যবসা করে এদেরকে ধরে চালান দিই। কিছুদিন বন্ধ থাকে। আবার বের হয়ে শুরু করে। কী যে একটা বিপদ। এই নেশার কারণে